যুগান্তর

সংবাদ

তারিখ : 20 JAN 203
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

পটুয়াখালীতে মাদ্রাসা উচ্ছেদ

ভবনটি নিজেদের বলে দাবি করছে সিভিল সার্জন অফিস

পটুয়াখালী থেকে নিখিল চ্যাটার্জী : পটুয়াখালী সিভিল সার্জন অফিসের সুইপার কলোনি দাবি করে বাইতুল আমান হাফেজিয়া মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও সেখান থেকে সিভিল সার্জন অফিসের আসবাবপত্র বাহিরে ফেলে দেয়। এ দখল-বেদখলকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে শুক্রবার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, সিভিল সার্জন ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় সিভিল সার্জন অফিসের ১৫/২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সদলবলে গিয়ে বায়তুল আমান হাফেজিয়া মাদ্রাসার অফিস ও ক্লাসরুমসহ ৩টি কক্ষ থেকে সব কাগজ, আসবাবপত্র এবং ছাত্রদের কেতাব ও বিছানাপত্র বাহিরে রাখে। একই সময় ওই স্থানে সিভিল সার্জন অফিস থেকে রোগীদের কয়েকটি 'খাট', অপারেশন টেবিল ও আলমিরা রেখে কক্ষগুলোতে তালা দেয়। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা কিছুক্ষণ পরেই সংঘবদ্ধ হয়ে কক্ষগুলোর তালা ভেঙে সিভিল সার্জন অফিসের আসবাবপত্র ফেলে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. হাবিবুর রহমান জানান, ওই ভবনটি সিভিল সার্জন অফিসের সুইপার কলোনি। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে ভবনটি অবৈধ দখলে রেখেছিল। সম্প্রতি তাদের অনুরোধ করলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ভবনটি ছেড়ে দিলে সেখানে কিছু আসবাবপত্র রাখার পর তারা তা বাহিরে ফেলে দেয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানায়, ভবনটি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে। এলাকাবাসী জানায়, ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ছিল।

আনসার মোতায়েন

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন এক ব্যাটেলিয়ান আনসার মোতায়েন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান সবুজ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সর্বত্র বোমাতঙ্ক বিরাজ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্যই আনসার মোতায়েন করেছেন।